তারিখ ... 25 APR 2017
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 3

সংবাদ

দিঘাপতিয়া পি.এন হাইস্কুল

উত্তর অঞ্চলের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পি.এন উচ্চ বিদ্যালয়। বিদ্যোৎসাহী রাজা প্রসন্ন নাথ রায় বাহাদুর ১৮৫২ সালের প্রথমে "প্রসন্ন নাথ একাডেমি" নামে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করেন। তার নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে স্কুলের নামকরণ করা হয় 'দিঘাপতিয়া পি.এন হাইস্কুল'। পাঁচ দশমিক ৭৯ একর জমির উপর নির্মিত একটি প্রাসনিক ও দু'টি একাডেমি ভবন নিয়ে এ স্কুলের গোড়াপতন হয়। দিঘাপতিয়া রাজবাড়ী থেকে পূর্বদিকে মাত্র কোয়াটার মাইল দূরে মনোরম পরিবেশে স্থাপিত এ বিদ্যালয়টি এ অঞ্চলের শিক্ষা বিস্তারে বিশাল ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ১৯৫৬ সালের ১৬ আগষ্ট প্রকাশিত সরকারি গেজেট মতে এই ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থের পরিমাণ ছিল এক লাখ আট হাজার চারশ' টাকা। ফান্ড প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই তিনটি প্রতিষ্ঠান নিয়মিত অনুদান পেয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান আমলে নাটোর দাতব্য চিকিৎসালয় ও রাজশাহী সদর হাসপাতাল সরকারিকরণ হলে অনুদানের সমস্ত অর্থের দাবিদার পি.এন হাইস্কুল হলেও ১৯৬৯ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থ আর পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় আর বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে শুধু চিঠি চালাচালি হয়েছে। ১৬৫ বছরের পুরনো পিতলের ছুটির ঘন্টা এনসাইক্লোপিডিয়া বিটোনিকাসহ অনেক মূল্যবান বই আজো রাজার স্মৃতি বহন করে চলেছে। দিঘাপতিয়া স্কুলের কীর্তিমান ছাত্র দিগেন্দ্রনাথ সাহা ১৯৫৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এনট্রান্স পরীক্ষা প্রথম স্থান অধিকার করেন। অন্য এক ছাত্র স্যার যদুনাথ সরকার পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যায়ের ভিসি নিযুক্ত হন। এছাড়াও সচিব শুকুর মাহবুদ, সচিব সূর্যকান্ত তরফদার এবং খন্দকার আবুল কাশেম, সাবেক এমপি মরহুম আবুল বক্কর শেরকলি, তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের পিতা মুক্তিযোদ্ধা মৃত ফয়েজউদ্দিন, সাবেক ভূমি উপমন্ত্রী অ্যাডভোকেট এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুর পিতা ডা. নাসিরউদ্দিন তালুকদারসহ অসংখ্য গুণী কীর্তিমান এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ১৮৯৫ সালের পূর্বের কোনো তথ্য এ স্কুলে নেই। ১৮৯৫ সাল থেকে এ স্কুলে যারা প্রবীণ শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন যাচ্ছেন তারা হলেন: রুদ্রচন্দ্র মল্লিক,যোগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, নীল মাধব ফনি, গোপেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ, দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিজয় গোবিন্দ চংদার, শহিদুল্লাহ, নুর মোহাম্মদ, কাশেম আলী, মফিজ মিয়া ও বর্তমান প্রবীণ শিক্ষক আব্দুল মজিদ। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. আলাউদ্দিন জানান, স্কুলের মূল দু'টি ভবনের মধ্যে একটি ভবন অনেক পূর্বেই অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শুধু মূল একটি ভবন এখনো ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। তবে মূল ভবনটির অবস্থা ভালো নয়। বর্তমানে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৮শ'। স্কুলে শ্রেণিকক্ষ রয়েছে ছয়টি। ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে ফ্যালিসিটিজ বিভাগ থেকে তিনটি ও স্কুলের নিজস্ব থেকে তিনটি ভবন নির্মিত হয়। ১৬৪ বছর পূর্বে স্থাপিত নাটোরের এ স্কুলটি জাতীয়করণের জন্য সরকারের কাছে তিনি দাবি জানান।